যুগান্তর

তারিখ: 27 AUG 2017 পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৬ ...

কাজী ফারুক আহমেদ

বন্যায় শিক্ষার ক্ষতি ও শিক্ষকদের সহমর্মিতা

শিক্ষকদের, বিশেষ করে নারী শিক্ষকদের ওপর নির্মম নির্যাতন বৃদ্ধির সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো, অন্যদিকে শিক্ষক নামধারী কিছু ব্যক্তির চরম পেশাগত অসদাচরণ, পাঠদানে অদক্ষতা, শিক্ষার্থীর ওপর শারীরিক ও মানসিক নিপীড়ন, শিক্ষার্থী মূল্যায়নে ব্যর্থতা ইত্যাদি নিয়ে লেখার ইচ্ছা থাকলেও বন্যার কারণে শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় সৃষ্ট অচলাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার ক্ষয়ক্ষতি কীভাবে পুষিয়ে নেয়া যায় তা নিয়ে কলম ধরতে হচ্ছে।

দুই দফা বন্যায় দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রক্ষণশীল হিসেবে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সাড়ে তিন হাজার থেকে চার হাজার। কারও কারও মতে এ সংখ্যা পাঁচ হাজারের মতো। তবে সবাই একমত যে, ক্ষতিগ্রস্ত এসব প্রতিষ্ঠানে একাডেমিক ও ভৌত অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। অন্তত ২৩ জেলার শিক্ষায় এর সুদূরপ্রসারী বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর ভৌত অবকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতি সর্বকালের রেকর্ড ছাড়িয়ে যেতে পারে।

আমরা জানি, বন্যায় সাধারণত চর ও গ্রাম এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসব এলাকায় ক্ষতির পরিমাণও বেশি হয়ে থাকে। শিক্ষক ও অভিভাবকদের অনেকেই আশঙ্কা করছেন, জুন-জুলাইয়ে প্রথম দফা এবং আগস্টে দ্বিতীয় দফা বন্যায় একাডেমিক ক্ষতির প্রভাব পড়বে আসন্ন প্রাথমিক সমাপনী ও জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায়। কারণ টানা তিন মাস কোনো না কোনোভাবে এসব প্রতিষ্ঠানে ক্লাস বন্ধ ছিল। একই কারণে শিক্ষার্থীরা বাড়িতেও পড়াশোনা করতে পারেনি। এর প্রভাব পড়বে পরীক্ষায়। বন্যাকবলিত গ্রাম ও শহরের মধ্যে পরীক্ষার ফলাফলের ব্যবধান আরও বেড়ে যেতে পারে। এ ক্ষতি কীভাবে কাটিয়ে ওঠা যাবে? শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলেছেন, ক্ষতিগ্রস্ত ভবন মেরামতের পাশাপাশি অতিরিক্ত ক্লাস নিয়ে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার ক্ষতি পুষিয়ে দেয়া হবে। স্থানীয় শিক্ষা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তারা, স্কুল ম্যানেজিং কমিটি, অভিভাবক প্রতিনিধিরা শিক্ষকদের অতিরিক্ত ক্লাসের বিষয়টি মনিটর করবেন। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের তথ্যানুযায়ী, ২৩টি জেলায় ২ হাজার ১৯০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান বন্ধ রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের কোনো কোনোটি বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে। কোনোটি আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আর মাধ্যমিকে ১ হাজার ১৫টি, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ২৭৪টি প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। মাধ্যমিক উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) সূত্রে জানা যায়, মাউশি থেকে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। সর্বশেষ মাধ্যমিকে ২০১৫ আর উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ২৭৪টি প্রতিষ্ঠানে পাঠদান বন্ধ রয়েছে। মাউশির একজন কর্মকর্তার মতে এবার কয়েক দফা বন্যায় শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এজন্য গ্রাম ও শহরের পরীক্ষার ফলাফলের পার্থক্য বেড়ে যেতে পারে।

ত্রাণ ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব পাঠাতে চিঠি দিয়েছে। জানা যায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে শিক্ষা প্রকৌশল বিভাগ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষয়ক্ষতি নির্ণয় করছে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকা হচ্ছে। এবার বন্যায় যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেগুলোর সংস্কার ও মেরামত করে দেবে সরকার। এরই মধ্যে সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে।

এদিকে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের সংগঠনও বন্যার কারণে শিক্ষাব্যবস্থায় সৃষ্ট অবস্থার তথ্য সংগ্রহ করছে। গ্লোবাল ক্যাম্পেইন ফর এডুকেশনের (জিসিই) সদস্য সংগঠন গণসাক্ষরতা অভিযান দেশে সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টি ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা কেন্দ্র ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা নিরূপণের লক্ষ্যে কর্মসূচি নিয়েছে। যে প্রশ্নমালার ভিত্তিতে সংগঠনটি তথ্য সংগ্রহ করছে তার মধ্যে রয়েছে— অতিবৃষ্টি ও বন্যার কারণে কয়টি শিক্ষা কেন্দ্র কতদিন বন্ধ ছিল, বন্যায় শিক্ষা কেন্দ্রের ভৌত অবকাঠামো, শিক্ষা উপকরণসহ কী কী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এখন পর্যন্ত খোলা ও খোলা সম্ভব হয়নি এমন কেন্দ্রের সংখ্যা, ক্ষতিগ্রস্ত কেন্দ্রগুলো দাতা সংস্থা থেকে কোনো সহায়তা পেয়েছে কিনা, পেয়ে থাকলে সহায়তার ধরন এবং সহায়তা পেয়ে না থাকলে কী ধরনের সহযোগিতা দরকার তার বিবরণ ও আনুমানিক প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ ইত্যাদি। তবে তাদের প্রশ্নমালায় কোনো শিক্ষার্থী, শিক্ষক অথবা শিক্ষাকর্মী ক্ষতিগ্রস্ত, আহত বা নিহত হয়েছেন কিনা তার তথ্য চাওয়া হয়নি। অবশ্য দেশের শিক্ষক-কর্মচারীদের জাতীয় পর্যায়ের ১১টি সংগঠন নিয়ে গঠিত জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট, এশিয়া সাউথ প্যাসিফিক অ্যাসোসিয়েশন ফর বেসিক অ্যান্ড এডাল্ট এডুকেশনের (এ্যাসবে) সদস্য সংগঠন ইনিশিয়েটিভ ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্টের (আইএইচডি) সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করতে তথ্য সংগ্রহ শুরু করেছে।

একথা সত্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের প্রত্যক্ষ হাত নেই। তবে বিপর্যয়কালীন মানুষের পাশে এগিয়ে আসা সবার মানবিক দায়িত্ব। এ মুহূর্তে দুর্গত এলাকার মানুষের জরুরি প্রয়োজন আশ্রয়। এলাকার স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা-কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো স্বভাবতই আশ্রয় কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। আশ্রয়সন্ধানী বিপন্ন মানুষ তাদের সম্বল গবাদিপশুকেও সেখানে আশ্রয়ের অংশীদার করতে চেয়েছে। কিন্তু বাস্তব কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা সম্ভব হয়নি। এখন প্রশ্ন হল, বন্যা-পরবর্তী সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা নেয়া হলে এবং শিক্ষার্থীদের প্রত্যেকের হাতে সময়মতো বই তুলে দিয়ে বাড়তি ক্লাসের ব্যবস্থা করা হলে সাময়িক এই ক্ষতি কি সবটাই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে? মনে রাখা দরকার, শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে অতিরিক্ত ক্লাস নেয়ার কথা বলা হলেও বাস্তবে তা কতটা হয় বা হওয়া সম্ভব, নিরাসক্তভাবে তার পর্যালোচনা করা আবশ্যক।

তার চেয়ে বড় কথা, বন্যার কারণে শিক্ষার ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে যেসব তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে, তা যাচাই-বাছাই করে সমন্বিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ জরুরি। ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে ভৌত কাঠামো পুনর্নির্মাণ বা সংস্কারে গুরুত্ব দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপকরণ, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি এবং শিক্ষার্থী ও তাদের শিক্ষকের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি ও দুর্ভোগের বিষয়েও যথোচিত গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে অস্থায়ী ও স্থায়ী প্রতিবিধানের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে।

ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকা বাংলাদেশের মানুষের জন্য নতুন কোনো ঘটনা নয়। তবে সঠিক পূর্ব পরিকল্পনা, উদ্ভূত সংকট-পরবর্তী সময়োচিত সিদ্ধান্ত, একযোগে কাজ করার মানসিকতা এবং প্রযুক্তির যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার মানুষের দুর্ভোগ লাঘবে কতটা সহায়ক হতে পারে তার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশেও অনেক আছে। আবার অব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়ের অভাবে দুর্ভোগ যে বেড়ে যেতে পারে, তার নজিরও কম নেই। শিক্ষায় বন্যার ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার বেলায় ভালো দৃষ্টান্ত ও ইতিবাচক অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি সেজন্য আন্তরিকভাবে কাম্য।

লেখার শুরুতে 'শিক্ষক' নামধারী কিছু মানুষের অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণের প্রসঙ্গ দুঃখ ও ক্ষোভের সঙ্গে অবতারণা করতে হয়েছে। সংখ্যায় তারা নগণ্য হলেও ঘটনাগুলো পুরো শিক্ষক সমাজের ভাবমূর্তি বিনষ্টের জন্য যথেষ্ট, এ কথা বলতে হবে। অপরিসীম দুঃখ ও বেদনার বিষয় হল, যে শিক্ষকের কাজ মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেয়া, প্রকৃত মানুষ হতে পথ দেখানো, তাদের একটি অংশের বিরুদ্ধেই অমানুষের মতো আচরণের অভিযোগ উচ্চারিত হয়। তবে তারা যে প্রকৃত শিক্ষক নয়, সংখ্যায় অনুল্লেখযোগ্য এবং আমাদের সমাজে এখনও যে মানবতার শিক্ষাদানকারী শিক্ষক আছেন এবং তারাই সংখ্যাগুরু, তার প্রমাণ মেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষকের স্বপ্রণোদিত হয়ে বন্যাকবলিতদের [illegible] একদিনের বেতন প্রদানের মাধ্যমে তাদের সহমর্মিতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে। আমি নিশ্চিত দেশের সব পর্যায়ে শিক্ষকতায় নিয়োজিত সবার কাছে ওই দুটি বিদ্যাপীঠের শিক্ষকরা আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হবেন।

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ: চেয়ারম্যান, ইনিশিয়েটিভ ফর হিউম্যান
ডেভেলপমেন্ট (আইএইচডি)
initiativedhaka@gmail.com

চিফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর